ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

বিআর২১ বা নিয়ামত ব্রি উদ্ভাবিত বোনা আউশ ধানের একটি জাত। জাতটি ১৯৮৬ সালে জাতীয় বীজবোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। বিআর২১ সরাসরি বপনযোগ্য। বিআর২১ দেশের বৃষ্টিবহুল অঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ জেলার জন্য উপযোগী।

বিআর২১

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার।
- চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৫%।

জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১১০ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যায় বিআর২১ হেক্টর প্রতি ৩.০ টন ফলন দিয়ে থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ বপন :** ১০ চৈত্র-১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-২৩ এপ্রিল)। তিনভাবে বীজ বোনা যায়- ছিটিয়ে, সারি করে এবং ডিবলিং পদ্ধতিতে ।

২. **বপন পদ্ধতি ও বীজের পরিমাণ :**

২.১. সরাসরি বীজ ছিটিয়ে : এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৭০-৮০ কেজি/হেক্টর বা ৯-১০ কেজি/বিঘা ।

২.২. সারি করে : সারি থেকে সারি ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং ৪-৫ সেন্টিমিটার গভীর করে বীজ বুনতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৪৫-৫০ কেজি/হেক্টর বা ৬-৭ কেজি/বিঘা।

২.৩. ডিবলিং পদ্ধতিতে : ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গর্ত করে প্রতি গর্তে ২-৩টি বীজ দেয়ার পর গর্তটি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে । এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর বা ৩-৪ কেজি/বিঘা।

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৩.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্কসালফেট
২০	৭	১০	৫	০.৭

৩.২ ইউরিয়া সার সমান ২ ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি জমি শেষ চাষের সময় এবং ২য় কিস্তি চারা গজানোর ৩০-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া প্রয়োগ করাই উত্তম।

৪. **আগাছা দমন :** বপনের অন্তত ৩০-৪০ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সময়মত আগাছা দমন না করলে বোনা আউশ ধানের ফলন ৮০-১০০ ভাগও কমে যেতে পারে।

৫. **রোগবালাই দমন :** অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

৬. **ফসল কাটা :** ২০ আষাঢ় থেকে ২০ শ্রাবণের (৪ জুলাই-৪ আগষ্ট) মধ্যে ধান কাটা যায়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd